১৩৬৬

খ্রীষ্টান ভাইদের উদ্দেশ্যে

নিবেদন

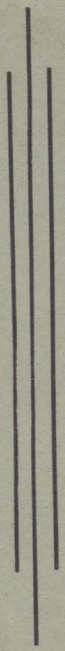

মৌলবী মোহাম্মাদ

দুইটি কথা

বাইবেল হইতে অকাট্য যুক্তি দিয়া যেভাবে এই পুস্তিকাখানি খ্রীষ্টান ভাইগণের উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে প্রত্যেক সত্যান্বেষী খ্রীষ্টান ভ্রাতার এই পুস্তিকার যুক্তিগুলি মনোযোগ সহকারে খোলা মন নিয়া পাঠ ও চিন্তা করা প্রয়োজন।

যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক গাছের পরিচয় তাহার ফল দিয়া হয়। তদনুযায়ী খাঁটি বিশ্বাসের পরিচয় ঐশী সাক্ষ্য এবং প্রার্থনা মঞ্জুরের নিদর্শন দ্বারা হয়। যীশুখ্রীষ্ট তাই সত্যবান খ্রীষ্টানের পরিচয়ের জন্য বলিয়াছিলেন যে, যাহার মধ্যে সরিষা পরিমাণ বিশ্বাস থাকিবে, সে ঐ সব কিছু করিয়া দেখাইতে পারিবে, যাহা তিনি দেখাইয়াছিলে। কিন্তু হে খ্রীষ্টান ভ্রাতাগণ! আজ কি আপনাদের মধ্যে এমন কেহ আছেন যিনি, যীশুখ্রীষ্টের সমান না হইলেও তিনি দেখাইয়াছেন বলিয়া কথিত নিদর্শনাবলির তুলনায় সরিষা সমান নিদর্শনও ঐশী শক্তি প্রয়োগে দেখাইতে পারেন। যদি না পারেন, এবং কখনই তাহা পারিবেন না, তাহা হইলে কি চিন্তা করিয়া দেখিবেন, ইহার কারণ কি এবং পুনঃ ঐ হারান কল্যাণ লাভের উপায় কি?

এই প্রশ্নের সমাধান এই পুস্তিকাতে দেওয়া আছে। যীশুখ্রীষ্টের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর আগমনে খ্রীষ্টানদিগের ঘর হইতে আধ্যাত্মিক কল্যাণ চলিয়া গিয়াছে। আজ দেড় হাজার বৎসর যাবৎ তাহাদিগের মধ্যে আর কোন ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষের আবির্ভাব হয় না এবং তিনি স্বয়ংও আসিলেন না। তাঁহার প্রতিক্ষীত সময় চলিয়া গিয়াছে। সকল আধ্যাত্মিক কল্যাণ এখন হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর অনুসরণেই লাভ হয়। আজ হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) কে মানার মধ্যে যীশুখ্রীষ্টের অনুসরণ সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে এবং সেই দ্বার দিয়াই আজ পুনরায় অতীতের সকল কল্যাণ নামিয়া আসিয়াছে। কে আছেন ভাগ্যবান খ্রীষ্টান ভ্রাতা, যিনি আপন শিরে এই আশিস ধারণ করিয়া ধন্য হইবেন। ইতি

আহমদ সাদেক মাহমুদ
সদর মুরুব্বী, ঢাকা

২৯ | ১২ | ৬৬ ইং

প্রকাশক ঃ
এম. এস. রহমান, এল. এল. বি., (লণ্ডন), বার-এট-ল.
জেনারেল সেক্রেটারী,
পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া,
৪ নং বক্‌শি বাজার রোড, ঢাকা-১

মুদ্রাকর ঃ
এস. ইউ. খান
শাহজাহান প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৯৭/২, সিদ্দিক বাজার, ঢাকা-২

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم -

খ্রীষ্টান ভাইদের উদ্দেশ্যে

নিবেদন

১। খ্রীষ্টানদিগের দাবী ঃ যীশু ঈশ্বর পুত্র ছিলেন।

যীশুখ্রীষ্টের দাবী ঃ তিনি মনুষ্যপুত্র ছিলেন।

প্রমাণ ঃ তিনি নিজের জন্য ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন ঃ

"কারণ যোনা যেমন তিন দিবারাত্র বৃহৎ মৎস্যের উদরে ছিলেন, তেমনি মনুষ্যপুত্রও তিন দিবারাত্র পৃথিবীর গর্ভে থাকিবেন।"

('মথি', ১২ ঃ ৪০)

"তখন তিনি শিষ্যদের কাছে আসিয়া কহিলেন, এখন তোমরা নিদ্রা যাও, বিশ্রাম কর, দেখ, সময় উপস্থিত, মনুষ্যপুত্র পাপীদের হস্তে সমর্পিত হন।" (ঐ, ২৬ ঃ ৪৫)

আমাদিগের নিবেদন ঃ যীশুখ্রীষ্ট কিরূপে ঈশ্বরপুত্র হইলেন?

২। খ্রীষ্টানদিগের দাবী ঃ ঈশ্বর তিন জন।

যথা ঃ ঈশ্বর পিতা, ঈশ্বর পবিত্রাত্মা এবং ঈশ্বরপুত্র।

যীশুখ্রীষ্টের দাবী ঃ ঈশ্বর কেবল একজন।

যেমন লিখিত আছে ঃ

যীশু উত্তর করিলেন, প্রথম আজ্ঞা এই ঃ "হে ইস্রায়েল, শুন; আমাদের প্রভু ঈশ্বর একই প্রভু।" ('মার্ক', ১২ ঃ ২৯)

"এবং ঈশ্বর এক ছাড়া দ্বিতীয় নাই।" (১ 'করিন্থীয়', ৮ ঃ ৪)

"আমাদের জ্ঞানে একমাত্র ঈশ্বর সেই পিতা, যাঁহা হইতে সকলই হইয়াছে, এবং আমরা যাঁহারই জন্য;" (ঐ, ৮ ঃ ৬)

আমাদিগের নিবেদন ঃ আপনারা তিন ঈশ্বর কোথায় পাইলেন?

৩। পুরাতন বিধানের নিয়মে ঃ স্ত্রীলোকের গর্ভে যে ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করে, সে পাপী। যেমন, লেখা আছে ঃ

"মর্ত্ত্য (মনুষ্য) কি যে, সে পবিত্র হইতে পারে? অবলাজাত মনুষ্য কি ধার্মিক হইতে পারে?" ('ইয়োব', ১৫ ঃ ১৪)

"তবে ঈশ্বরের কাছে মনুষ্য কেমন করিয়া ধার্মিক হইবে? অবলার সন্তান কেমন করিয়া বিশুদ্ধ হইবে?" (ঐ, ২৫ ঃ ৪)

খ্রীষ্টানদিগের দাবী ঃ যীশুখ্রীষ্ট ঈশ্বরপুত্র বলিয়া তিনি পাপীদিগের জন্য নিষ্পাপ প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছিলেন।

বাইবেলের দাবী ঃ যীশুখ্রীষ্ট স্বয়ং পাপে ভরা ছিলেন।

যেমন, লিখিত আছে ঃ

"নিজ পুত্রকে পাপময় মাংসের সাদৃশ্যে এবং পাপার্থক বলিরূপে পাঠাইয়া দিয়া মাংসে পাপের দণ্ডাজ্ঞা করিয়াছেন।" ('রোমীয়', ৮ ঃ ৩)

যীশুখ্রীষ্টের দাবী ঃ

স্বয়ং খ্রীষ্ট বলেন; "আমাকে সৎ বল কেন? সৎ একজন মাত্র আছেন, অর্থাৎ ঈশ্বর।" ('মথি' ১৯ ঃ ১৭)

আমাদিগের নিবেদনঃ যীশুখ্রীষ্ট পাপীগণকে উদ্ধারের জন্য 'নিষ্পাপ প্রায়শ্চিত্ত' কিরূপে হইলেন?

৪। খ্রীষ্টানদিগের দাবীঃ যীশুখ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্ত বাদে বিশ্বাস করিলে, পাপীর পাপ মোচন হয়।

বাইবেলের নিয়মেঃ কোন পিতা পুত্রের পাপ এবং কোন পুত্র পিতার পাপ বহন করিবে না।

যেমন, লিখিত আছেঃ

"যে প্রাণী পাপ করে, সেই মরিবে; পিতার অপরাধ পুত্র বহন করিবে না, ও পুত্রের অপরাধ পিতা বহন করিবে না; ধার্মিকের ধার্মিকতা তাহার উপর বর্ত্তিবে ও দুষ্টের দুষ্টতা তাহার উপর বর্ত্তিবে।"

"অধিকন্তু দুষ্ট লোক যদি আপনার কৃত সমস্ত পাপ হইতে ফিরে, ও আমার বিধি সকল পালন করে, এবং ন্যায় ও ধর্ম্মাচরণ করে, তবে সে অবশ্য বাঁচিবে; সে মরিবে না। তাহার পূর্বকৃত কোন অধর্ম তাহার বলিয়া স্মরণে আনা যাইবে না; সে যে ধর্ম্মাচরণ করিয়াছে তাহাতে বাঁচিবে।" ('যিহিষ্কেল', ১৮ঃ২০-২২)

আমাদিগের নিবেদনঃ যীশুখ্রীষ্ট কোন্ সূত্র অনুযায়ী অপরের পাপ বহন করিবেন?

৫। খ্রীষ্টানদিগের দাবীঃ যীশুখ্রীষ্ট পাপীদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে স্বেচ্ছায় ক্রুশ বরণ করিয়াছিলেন।

প্রকৃত ঘটনাঃ বাইবেল দৃষ্টে দেখা যায় যে, তিনি ক্রুশের মৃত্যু এড়াইবার জন্য সমস্ত রাত্রি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। যেমন লিখিত আছেঃ

"পরে তিনি কিঞ্চিৎ অগ্রে গিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া প্রার্থনা

করিয়া কহিলেন, হে আমার পিতঃ, যদি হইতে পারে, তবে এই পানপাত্র আমার নিকট হইতে দূরে যাউক; তথাপি আমার ইচ্ছামত না হউক, তোমার ইচ্ছামত হউক।" ('মথি,' ২৬ঃ ৩৯)

তারপর, ক্রুশ বিদ্ধ অবস্থায় জীবনে নিরাশ হইয়া তিনি কাতরোক্তি করিয়াছিলেন। যেমন লিখিত আছেঃ

"এলি, এলি, লেমা শবক্তানী,"

অর্থাৎ, "ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার। তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ?" ('মথি', ২৭ঃ ৪৬)

আমাদিগের নিবেদনঃ যীশুখ্রীষ্ট কিভাবে স্বেচ্ছায় ক্রুশ বরণ করিয়াছিলেন?

৬। খ্রীষ্টানদিগের দাবীঃ পাপীদিগের উদ্ধারের জন্য যীশুখ্রীষ্ট অভিশপ্ত মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন।

পুরাতন বিধানের নিয়মেঃ যে ব্যক্তি ক্রুশে মারা যায়, সে অভিশপ্ত হয়। কারণ মোশির পঞ্চম পুস্তকে লিখিত আছেঃ

"কেননা, যে ব্যক্তিকে টাঙ্গান যায়, সে ঈশ্বরের শাপগ্রস্ত।"
('দ্বিতীয় বিবরণ', ২১ঃ ২৩)

'নূতন নিয়মে'ও লিখিত আছেঃ

"কেননা লেখা আছে, যে কেহ গাছে টাঙ্গান যায়, সে শাপগ্রস্ত।" ('গালাতীয়', ৩ঃ ১৩)

যীশুখ্রীষ্টের দাবীঃ তিনি 'পুরাতন বিধানের' বিন্দুমাত্র রদ বদল করিতে আসেন নাই, পরন্ত সাব্যস্ত করিতে আসিয়াছেন। লিখিত আছেঃ

"মনে করিও না যে, আমি ব্যবস্থা কি ভাববাদি গ্রন্থ লোপ করিতে

আসিয়াছি; আমি লোপ করিতে আসি নাই, কিন্তু পূর্ণ করিতে আসিয়াছি; কেননা আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে পর্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হইবে, সে পর্যন্ত ব্যবস্থার এক মাত্রা কি এক বিন্দুও লুপ্ত হইবে না, সমস্তই সফল হইবে।"

('মথি', ৫ঃ ১৭-১৮)

আমাদিগের নিবেদনঃ পুরাতন বিধান অপরিবর্তনীয় হইলে, যীশু ক্রুশে অভিশপ্ত মৃত্যু লাভ করিয়া কিরূপে পাপীদিগের উদ্ধারকর্তা হইলেন? কাহারও পাপ পূর্ণ হইলে পর তাহার অভিশপ্ত মরণ হয়। অতএব, যীশুর 'অভিশপ্ত' মরণ, অর্থাৎ 'পূর্ণ পাপ' যদি জগতের সমগ্র পাপীদের উদ্ধারের উপায় হয়, তাহা হইলে 'ব্যক্তিগত পাপ' ব্যক্তির উদ্ধারের কেন উপায় হইবে না এবং সে ক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন কোথায়?

৭। খ্রীষ্টানদিগের দাবী: যীশুখ্রীষ্ট ৩৩ বৎসর বয়সে ক্রুশ-বিদ্ধ হইবার পর আকাশে গিয়া সেখানে আজও সশরীরে অবস্থান করিতেছেন।

ঐতিহাসিক চিত্রের সাক্ষ্যঃ বিশ্ব বিখ্যাত এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার' চতুর্দশ সংস্করণ, ত্রয়োদশ খণ্ডে যীশুখ্রীষ্টের যৌবনকাল, প্রৌঢ় ও বার্ধক্য, এই তিন বয়সের ছবি দেওয়া আছে। (১নং প্লেট—৪নং, ৫নং ও ৬নং ছবি দ্রষ্টব্য)

আমাদিগের নিবেদনঃ যীশুখ্রীষ্ট কবে এবং কোথায় বৃদ্ধ হইলেন?

৮। খ্রীষ্টানদিগের দাবীঃ যীশুখ্রীষ্ট বিশ্ববাসীর জন্য উদ্ধারকর্তা।

যীশুখ্রীষ্টের দাবীঃ তিনি শুধু বনি-ইসরায়েলের হারান মেষের জন্য আসিয়াছিলেনঃ

"ইস্রায়েল-কুলের হারান মেষ ছাড়া আর কাহারও নিকটে আমি প্রেরিত হই নাই।" ('মথি', ১৫ঃ২৪)

তিনি তাঁহার ১২ জন শিষ্যকে বনি-ইসরায়েল ব্যতিরেকে অপর কোন জাতিকে দীক্ষা দিতে নিষেধ করিয়াছিলেনঃ

"তোমরা পর জাতিগণের পথে যাইও না, এবং শমরীয়দের কোন নগরে প্রবেশ করিও না; বরং ইস্রায়েল কুলের হারান মেষগণের কাছে যাও।" ('মথি', ১০ঃ৬)

তিনি স্বয়ং কেনান দেশীয় এক বৃদ্ধার রুগ্না কন্যার দীক্ষা দূরে থাকুক, শুধু আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করিতে পর্যন্ত অস্বীকার করিয়াছিলেনঃ

"আর দেখ, ঐ অঞ্চলের একটী কানানীয় স্ত্রীলোক আসিয়া এই বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল, হে প্রভু, দায়ূদ-সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন, আমার কন্যাটি ভূতগ্রস্ত হইয়া অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছে। কিন্তু তাহাকে তিনি কিছুই উত্তর দিলেন না। তখন তাঁহার শিষ্যেরা নিকটে আসিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, ইহাকে বিদায় করুন, কেননা এ আমাদের পিছনে পিছনে চেঁচাইতেছে। তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, ইস্রায়েল কুলের হারান মেষ ছাড়া আর কাহারও নিকটে আমি প্রেরিত হই নাই। কিন্তু স্ত্রীলোকটি আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, 'প্রভু আমার উপকার করুন।' তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, 'সন্তানদের খাদ্য লইয়া কুকুরদের কাছে ফেলিয়া দেওয়া উচিত নয়।' ('মথি', ১৫ঃ২২-২৬)

আমাদিগের নিবেদনঃ যাহারা বনি-ইসরায়েল জাতীয় নহেন, খ্রীষ্ট ধর্মে তাহাদিগের স্থান কোথায়? আমাদিগের পাকিস্তানী খ্রীষ্টান ভাইগণ কি আমাদিগকে বলিবেন, তাঁহারা খ্রীষ্ট ধর্মের কোন্ পাটাতনে দাঁড়াইয়া আছেন?

৯। চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার ঃ আদি বাইবেল ও যীশুখ্রীষ্টের কবর। যিরূজালেমের নিকট কামরান উপত্যকায় গত ১২ বৎসর যাবৎ পাহাড় খনন করিয়া যীশুখ্রীষ্টের সময়কার যে আদি 'বাইবেল' পাওয়া গিয়াছে, উহাতে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, যীশুখ্রীষ্ট ক্রুশে প্রাণ-ত্যাগ করেন নাই। প্রচলিত বাইবেল হইতেও দেখা যায় যে, তিনি জীবিত অবস্থায় ক্রুশ হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

'যোহন' ২০ অধ্যায়, ২৫-২৭ পদে লিখিত আছে ঃ

"অতএব, অন্য শিষ্যেরা তাঁহাকে কহিলেন, আমরা প্রভুকে দেখিয়াছি। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, আমি যদি তাঁহার দুই হাতে প্রেকের চিহ্ন না দেখি ও সেই প্রেকের স্থানে আমার অঙ্গুলি না দিই এবং তাঁহার কুক্ষিদেশ মধ্যে আমার হাত না দিই, তবে কোন মতে বিশ্বাস করিব না।"

"আট দিন পরে তাঁহার শিষ্যগণ পুনরায় গৃহমধ্যে ছিলেন এবং থোমা তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। দ্বার সকল বদ্ধ ছিল, এমন সময়ে যীশু আসিলেন, মধ্যস্থানে দাঁড়াইলেন, আর কহিলেন, তোমাদের শান্তি হউক। পরে তিনি থোমাকে কহিলেন, এদিকে তোমার আঙ্গুলি বাড়াইয়া দেও, আমার হাত দুখানি দেখ, আর তোমার হাত বাড়াইয়া দাও, আমার কুক্ষিদেশ মধ্যে দাও, এবং অবিশ্বাসী হইও না, বিশ্বাসী হও।" ('যোহন', ২০ ঃ ২৫-২৭)

ইহার পর তিনি বনি-ইসরায়েলের অপর দলগুলিকে দীক্ষা দিতে কাশ্মীর ও তিব্বত এলাকায় গিয়াছিলেন। কারণ, তিনি বলিয়াছিলেন ঃ

"আমার আরও মেষ আছে, সে সকল এক খোঁয়াড়ের নয়, তাহাদিগকেও আমার আনিতে হইবে," ('যোহন', ১০ ঃ ১৬)

কাশ্মীর শহরের খান ইয়ার ষ্ট্রীটে তাঁহার কবর আবিষ্কৃত ও প্রমাণিত হইয়াছে।

আমাদিগের নিবেদনঃ যীশুখ্রীষ্ট না ছিলেন ঈশ্বর পুত্র না তিনি পাপীদের উদ্ধারের জন্য স্বয়ং অভিশপ্ত হইয়াছিলেন এবং না তিনি জীবিত হইয়া আকাশে গিয়া আজও তথায় জীবিত অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন। তিনি সকল নবীর ন্যায় স্বাভাবিক নিষ্পাপ মৃত্যু লাভ করেন এবং তিনি কাশ্মীরে সমাধিস্থ হন।

১০। পুরাতন ও নব বিধান অনুযায়ী ইহুদী ও খ্রীষ্ট ধর্মের মেয়াদঃ

'দ্বিতীয় বিবরণ', ১৮ অধ্যায় ৮-২০ পদে ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্ম বলবৎ থাকার শেষ সময় সীমা নির্ধারিত হইয়াছে।

কেননা তথায় ঈশ্বর সদা প্রভুর বাক্য লিখিত আছেঃ

"আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব ও তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব, আর আমি তাঁহাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন। আর আমার নামে তিনি আমার যে সকল বাক্য বলিবেন, তাহাতে যে কেহ কর্ণপাত না করিবে, তাহার কাছে আমি পরিশোধ লইব। কিন্তু আমি যে বাক্য বলিতে আজ্ঞা করি নাই, আমার নামে যে কোন ভাববাদী দুঃসাহসপূর্বক তাহা বলে কিম্বা দেবতাদের নামে যে কেহ কথা বলে, সেই ভাববাদীকে মরিতে হইবে।

('দ্বিতীয় বিবরণ', ১৭ঃ ১৮-২০)

ইহাতে বনি-ইসরায়েলের ভ্রাতৃ বংশ বনি-ইসমাইলের মধ্যে এক মহানবীর আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে, যিনি সকল কথা

'ঈশ্বরের নাম' লইয়া বলিবেন। তাঁহার আবির্ভাবে ইহুদী ও খ্রীষ্ট ধর্ম বাতিল হইবে এবং তাঁহাকে গ্রহণ করা সকলের উপর অবশ্য কর্তব্য বলিয়া নির্দেশিত হইয়াছে। বনি-ইসমাইল বংশীয় হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) জগতে একমাত্র ধর্ম প্রবর্তক, যাঁহার আনীত ঐশী গ্রন্থ পবিত্র কোরআনের প্রত্যেক অধ্যায় আল্লাহ্‌র নাম লইয়া আরম্ভ হইয়াছে। যথা ঃ

"বিসমিল্লাহের রাহমানের রহিম" অর্থাৎ "আমরা আরম্ভ করিতেছি আল্লাহ্‌তা'লার নামে, যিনি পরম করুণাময় ও বার বার অনুগ্রহকারী।" জগতে আর কোন ধর্মগ্রন্থের এ বিশেষত্ব নাই। যীশুখ্রীষ্টের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলেরও এই বিশেষত্ব নাই।

সদা প্রভুর উপরোক্ত বাক্যে লিখিত আছে যে, যে ভাববাদী তাঁহার (সদা প্রভুর) নাম লইয়া মিথ্যা বলিবে তাহাকে তিনি স্বয়ং বিনষ্ট করিবেন। ইতিহাস সাক্ষী যে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) ধর্মের প্রত্যেক কথা আল্লাহের নাম লইয়া বলা সত্বেও আল্লাহ্‌ তাঁহাকে বিনষ্ট করেন নাই। পক্ষান্তরে তাঁহাকে বিনষ্ট করিবার জন্য সমস্ত আরববাসী এবং মহাপরাক্রান্ত পারস্য ও খ্রীষ্টান রোমক রাজ্যের চরম চেষ্টাকে সদা প্রভু চরম ভাবে ব্যর্থ করিয়া দিয়া তাঁহার প্রতিশ্রুত ভাববাদী হওয়ার অকাট্য প্রমাণ দিয়াছেন। সুতরাং সদা প্রভুর উপরোক্ত বাক্য অনুযায়ী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর আগমনে ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্ম বাতিল হইয়া গিয়াছে।

আমাদিগের নিবেদন ঃ আপনারা কি আপনাদিগের ধর্ম বলবৎ থাকার উল্লিখিত প্রতিশ্রুত মেয়াদ অস্বীকার করিবেন?

১১। জগতের উদ্ধার কর্তা বনি ইসরায়েল বংশে নহে, তাহাদিগের ভাই ইসমাইলের বংশে।

স্বয়ং যীশুখ্রীষ্টও 'দ্বিতীয় বিবরণ', ১৮ অধ্যায় ১৮-২০ পদে উপরে ১০ম দফায় বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীর সমর্থন করেন যে প্রতিশ্রুত ভাববাদী বনি ইসমাইল বংশে আবির্ভূত হইবেন।

যেমন, প্রেরিতদের স্বাক্ষ্যে লিখিত আছে ঃ

"মোশি ত ধর্মযাজকগণকে বলিয়াছিলেন, 'প্রভু ঈশ্বর তোমাদের জন্য তোমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে আমার সদৃশ এক ভাববাদীকে উৎপন্ন করিবেন, তিনি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিবেন, সেই সমস্ত বিষয়ে তোমরা তাঁহার কথা শুনিবে, আর এইরূপ হইবে, যে কোন প্রাণী সেই ভাববাদীর কথা না শুনিবে, প্রজা লোকদের মধ্য হইতে সে উচ্ছিন্ন হইবে।" ('প্রেরিতদের কার্য বিবরণ', ৩ ঃ ২২-২৩)

যীশু ইহাও বলিয়াছেন যে, তাঁহার পরলোক গমনের পর প্রতিশ্রুত মহানবী আবির্ভূত হইবেন এবং তিনি ঈশ্বরের নিকট যাহা শ্রবণ করিবেন কেবল উহাই শুনাইবেন ঃ

"তথাপি আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি না গেলে, সেই ফারকুলিত তোমাদের নিকট আসিবেন না, কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তোমাদের নিকটে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব। আর তিনি আসিয়া পাপের সম্বন্ধে, ধার্মিকতার সম্বন্ধে ও বিচারের সম্বন্ধে জগৎকে দোষী করিবেন। * * * তোমাদিগকে বলিবার আমার আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু তোমরা এখন সে সকল সহ্য করিতে পার না। পরন্তু তিনি, সত্যের আত্মা যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে পূর্ণ সত্যে লইয়া যাইবেন; কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনেন, তাহাই বলিবেন, এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন। ('যোহন', ১৬ ঃ ৭-১৩)

"আর আমি পিতার নিকটে নিবেদন করিব এবং তিনি তোমাদিগকে আর এক ফারকুলিত (জগতের শান্তি দাতা) দিবেন। যেন তিনি চিরকাল তোমাদের মধ্যে চির বিরাজমান থাকেন।

('যোহন', ১৪ঃ১৬)

যীশুখ্রীষ্ট তাঁহাকে 'ফারকুলিত' অর্থাৎ 'জগতের শান্তি দাতা' (কোরআনের ভাষায় 'রহমতুল্লিল্ আলামীন') এবং 'সত্যের আত্মা' (আরবগণ দ্বারা প্রদত্ত তাঁহার যৌবন কালীন উপাধি 'আল্-আমীন') বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। উপরে লিখিত মতে যীশুখ্রীষ্ট ইহাও বলিয়াছেন যে, তিনি পূর্ণ সত্য দান করিবেন, তাঁহার কল্যাণ চিরস্থায়ী এবং তাঁহাকে গ্রহণ করা তাঁহার সমস্ত শিষ্যগণের উপর বাধ্যতামূলক। যাহারা তাহাকে গ্রহণ না করিবে তাহারা বিনষ্ট হইবে।

সুতরাং যীশুখ্রীষ্টের নিজের উক্তি অনুযায়ী তিনি স্বয়ং ছিলেন বনি-ইসরায়েলের হারান মেষের জন্য হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর আগমন পূর্বকাল পর্যন্ত সময়ের উদ্ধার কর্তা এবং হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বনি-ইসরায়েল সহ সমগ্র বনি-আদমের হারান মেষের (সমগ্র মানব জাতির) চির উদ্ধার কর্তা।

সেইজন্য যীশুখ্রীষ্ট তাঁহার শিষ্যগণকে বনি ইসরায়েল ব্যতিরেকে অপর জাতির নিকট প্রচার করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। যেমন তিনি বলিয়াছিলেনঃ

"তোমরা পরজাতিগণের পথে যাইও না; এবং শমরীয়দের কোন নগরে প্রবেশ করিও না; এবং ইস্রায়েল কুলের হারান মেষগণের কাছে যাও। আর তোমরা যাইতে যাইতে এই কথা প্রচার কর, 'স্বর্গরাজ্য সন্নিকট হইল'।" ('মথি', ১০ঃ৬-৭)

হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) আনিত ইসলাম ধর্মই যুগ যুগ প্রত্যাশিত

ও প্রতীক্ষিত শান্তির স্বর্গ রাজ্যের ধর্ম। যীশুখ্রীষ্ট তাঁহার শিষ্যগণকে এই স্বর্গ রাজ্যের নিকটবর্তী হওয়ার সংবাদ মাত্র ঘোষণা করিতে বলিয়াছিলেন যেমন উপরে লিখিত উক্তিতে সন্নিবেশিত আছে। কিন্তু খ্রীষ্টানগণ যীশুর সুস্পষ্ট আদেশকে ভঙ্গ করিয়া বিজাতীয়গণের নিকট খ্রীষ্টীয় ধর্ম প্রচার করিতেছেন। ইহার জন্য মূলতঃ দায়ী সেণ্টপল।

যীশুর শিক্ষায় সেণ্টপলের বিভ্রান্তিকর হস্তক্ষেপ ঃ

সেণ্টপল বিভ্রান্তিকর হস্তক্ষেপ দ্বারা অপর জাতিগণের মধ্যে খ্রীষ্ট ধর্মের অনধিকার প্রচার ও তাহাদিগকে দীক্ষিত করার পথ খোলেন। যেমন, লিখিত আছে ঃ

"তখন পৌল বাক্যে নিবিষ্ট ছিলেন, যীশুই যে খ্রীষ্ট, ইহার প্রমাণ ইহুদীগণকে দিতেছিলেন। কিন্তু তাহারা প্রতিরোধ ও নিন্দা করাতে তিনি বস্ত্র ঝাড়িয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের রক্ত তোমাদেরই মস্তকে বর্তুক, আমি শুচি; এখন অবধি আমি পর জাতীয়দের নিকট চলিলাম।" ('প্রেরিতদের কার্য', ১৮ ঃ ৫-৭)

উপরের আলোচনার সার কথা এই যে—(১) খ্রীষ্ট ধর্মে বিজাতীয়-গণের কোন আশ্রয়ের স্থান নাই এবং (২) হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর আগমনে খ্রীষ্ট ধর্মের অবসান ঘটিয়াছে।

আমাদিগের নিবেদন ঃ হে ভাই ইস্রায়েলিয় ও বিজাতীয় খ্রীষ্টানগণ! সেণ্টপলের ভ্রান্ত শিক্ষাকে পরিহার করিয়া মোশীয় ও যীশুর আদেশের প্রতি মনোনিবেশ করুন, ঈশ্বর ও পরকালকে ভয় করুন এবং সত্যকে চিনিয়া বাইবেলের শিক্ষা ও আদেশানুযায়ী জগতের উদ্ধার কর্তা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে গ্রহণ করিয়া চিরশান্তির স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করুন।

১২। খ্রীষ্ট ধর্ম হতাশজনকভাবে অকৃতকার্য—

জগতের অধিবাসিগণের একটা বিরাট অংশ আজ খ্রীষ্টান এবং তাহাদিগেরই প্রাধান্য সর্বত্র। তিন ঈশ্বর ও যীশুর প্রায়শ্চিত্তবাদে বিশ্বাস যদি সত্য ধর্ম হইত তাহা হইলে আজ জগতে স্বর্গরাজ্য দেখা দিত। অথচ আজ জগৎ অশান্তিতে ভরা ও ধ্বংসের মুখে ধাবমান। প্রচলিত ভ্রান্ত খ্রীষ্টীয় মতবাদ আজ হতাশজনকভাবে অকৃতকার্য। উহার মত ও পথ পরস্পর বিপরীতমুখী।

আমাদিগের নিবেদনঃ খ্রীষ্টানদিগের কর্তব্যঃ অতএব হে ভাই খ্রীষ্টানগণ দ্রুত নিজেদের সংশোধন করুন। আপনারা মোশীয় ও যীশুর আদেশানুযায়ী ফারকুলিত (জগতের শান্তি দাতা) ও সত্যের আত্মা (আল-আমীন) হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে গ্রহণ করুন এবং ভ্রান্ত মত ও পথ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ সত্য ও শান্তির ধর্ম ইসলাম (শান্তি)-এর ছায়া তলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ক্রুদ্ধ জগত পিতার উদ্যত শাস্তিদণ্ড হইতে রক্ষা প্রাপ্ত হউন। সকল প্রশংসা কেবল আল্লাহ্‌তা'লার জন্য, যিনি বিশ্বের একমাত্র প্রভু।

———